দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 JUN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

36

সিলেটের বালাগঞ্জ

ব্র্যাকের স্কুলে পড়লে এলাকার সবাই খ্রীস্টান হয়ে যাবে

নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিসঃ ফতোয়াবাজদের নতুন আক্রমণ শুরু হয়েছে এখন সিলেটের বালাগঞ্জ এলাকায়। এ ক্ষেত্রেও টার্গেট ব্র্যাকের একটি স্কুল। ফতোয়াবাজরা ঘোষণা দিয়ে বলেছে ওই স্কুল এখানে থাকতে পারে না। এখানে স্কুলটি থাকলে, এ স্কুলে পড়লে এলাকার সব মুসলমান খ্রীস্টান হয়ে যাবে। বালাগঞ্জের টিএনও নজরুল ইসলাম বলেছেন নানা অপপ্রচারে তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন। তিনি বলেছেন, 'ফতোয়াবাজরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

ব্র্যাকের স্কুলে

(প্রথম পাতার পর)

আমি নাকি স্কুলটি বন্ধের আদেশ দিয়েছি। আমি কেন এই আদেশ দিতে যাব।' এদিকে ভয়ভীতি আর বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির জন্যে অভিভাবকরা স্কুলটিতে ছেলে মেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন।

বালাগঞ্জ থানার নিজবুরুঙ্গা গ্রামের পন্ডিত পাড়ায় ব্র্যাকের স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এ বছরের ৩০ এপ্রিল। গ্রামের জনৈক আব্দুল আলীমের বাড়িতে ৩৩ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্কুলটি চালু করা হয়। স্কুলের শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় গ্রামেরই স্বামী পরিত্যক্তা এক সন্তানের জননী হসনা বেগমকে। স্কুলটি চালুর পরেই গ্রামের একদল তথাকথিত ফতোয়াবাজ তা বন্ধের জন্যে পাঁয়তারা শুরু করে। প্রচারণার বিষয় ছিল– এটা খ্রীস্টানদের স্কুল। এটা চালু থাকলে এলাকার সব মুসলমান খ্রীস্টান হয়ে যাবে। স্কুল বিরোধী প্রচারণা শুরুর পর তারা নানা মারমুখী ভূমিকায় নেমে পড়ে। বাড়ির মালিককে হুমকি দিয়ে বলা হয়, জান বাঁচাতে হলে স্কুলটি বন্ধ করে দিতে হবে। গত ২৯ মে একদল লোক স্কুল চত্বরে এসে নানা অশালীন, উত্তেজক স্লোগান দেয়। ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের সংগঠক এমদাদুল হককে আলটিমেটাম দিয়ে বলা হয়, ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্কুলটি তুলে দিতে হবে। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সবকিছু জানানো হয় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফকে। অবিরাম হুমকির প্রেক্ষিতে ৩১ মে জিডি করা হয় বালাগঞ্জ থানায়। জিডির পর পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্তে আসলে গ্রামবাসী জানান, তারা ফতোয়াবাজদের সঙ্গে একমত নয়। তারা চান স্কুলটি চালু থাকুক। ৩ মে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফের আহ্বানে ওই এলাকায় স্কুলটির বিষয়ে একটি সর্বদলীয় সভার ব্যবস্থা করা হয়। টিএনও নজরুল ইসলাম ওই সভায় যোগ দেন। স্থানীয় যুবকরা সভায় এসে বলেন, ফতোয়াবাজরা বাইরে থেকে গাড়ি বোঝাই করে লোকজনকে নিয়ে এসেছিল ভয়ভীতি দেখানোর জন্যে। ওই সভায় টিএনওকে ফতোয়াবাজদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয় স্কুলটি বন্ধ করে দেবার জন্যে। টিএনও জানতে চান কোন যুক্তিতে স্কুল বন্ধ করা হবে। ফতোয়াবাজরা তাকে জানায়, যুক্তি টুক্তি বুঝি না। এখানে এই স্কুল থাকবে না। নজরুল ইসলাম বলেছেন– ফতোয়াবাজরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে আমি নাকি স্কুল বন্ধের আদেশ দিয়েছি। এই প্রচারণার কোন ভিত্তি নেই। এদিকে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে অভিভাবকরা স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। চিন্তিত ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অবগত করেছেন সিলেটের জেলা প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। ব্র্যাকের পক্ষে নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিসকে জানানো হয়েছে– বালাগঞ্জ থানায় তাদের ২৮টি স্কুল চালু আছে এমনকি একই গ্রামের পশ্চিম অংশে আরেকটি স্কুল চালু করেছেন তারা ২ বছর আগে। অন্য কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা হয়নি। নিজবুরুঙ্গা গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখন উত্তেজনা বিরাজ করছে।